আইনে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত

مَنْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী।

TUBA PUBLICATION

প্রকাশক :

তুবা পাবলিকেশন
নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
০১৩০১-৩৯৬৮৩৬, ০১৪০৭-০২১৮৪৯

প্রথম প্রকাশ :

সফর ১৪২৫ হিজরী
এপ্রিল ২০০৪ ঈসায়ী
চৈত্র ১৪১০ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ :

শা'বান ১৪২৫ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪১১ বাংলা

পরিমার্জিত সংস্করণ :

জুমাদাল উলা ১৪৪২ হিজরী
জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী
পৌষ ১৪২৭ বাংলা

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

Ke Boro Khotigrosto, Written By Abdur Razzaque Bin Yousuf and Published by Tuba Publication, Nawdapara, P.O: Sapura, Rajshahi.

Fixed Price : Tk. 150 Only.

সূচিপত্র

☛ ভূমিকা ৯
☛ কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত ১০
০১. টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী ১২
০২. গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ১৭
০৩. গনীমত ও সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা ২০
০৪. মিথ্যা শপথকারী ২৫
০৫. অত্যাচারী ২৮
০৬. আল্লাহর আইনের অবাধ্য বিচারক ৩৬
০৭. ছবি ও মূর্তি গ্রহণকারী ৪১
০৮. মাপে বা ওযনে কম দানকারী ৪৭
০৯. বেপর্দা নারী ৫০
১০. নারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর হুঁশিয়ারী ৫৬
১১. সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দেহে চিত্রাঙ্কনকারী, দাঁত শানিতকারী, ভ্রু সরুকারিণী ও পরচুলা লাগানো নারী ৫৮
১২. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী ৬০
১৩. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলা এবং মহিলার বেশ ধারণকারী পুরুষ ৬৩
১৪. মানুষ হত্যাকারী ৬৬
১৫. পিতা- মাতার অবাধ্যতা ৬৯
১৬. পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারী ৭৬
১৭. যেনাকারী ৭৯
১৮. অপবাদ দানকারী ৮৯
১৯. খাদ্যে ভেজাল দানকারী ৯২
২০. নারীতে নারীতে সমকামিতা ৯৩
২১. পুরুষে পুরুষে সমকামিতা ৯৪
২২. চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে যেনাকারী ৯৬
২৩. স্ত্রীর গুহ্যদ্বার ব্যবহারকারী ৯৭

২৪. মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাসকারী ১০০
২৫. হায়িয অবস্থায় করণীয় ১০১
২৬. হস্তমৈথুনকারী ১০৩
২৭. সূদ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী ১০৫
২৮. ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী ১০৭
২৯. ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী ১০৯
৩০. ইয়াতীম পালনকারীদের নেকী ১১১
৩১. যুদ্ধের মাঠ হতে পলায়নকারী ১১২
৩২. জনগণের খিয়ানতকারী এবং অত্যাচারী শাসক ১১৩
৩৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্বশীলের মর্যাদা ১১৭
৩৪. অহংকারী ১১৮
৩৫. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ১২১
৩৬. মদপানকারী ১২৩
৩৭. নেশাদার দ্রব্যপানে পার্থিব শাস্তি ১৩২
৩৮. জুয়ায় অংশগ্রহণকারী ১৩৩
৩৯. চোর ১৩৬
৪০. ডাকাত ১৩৯
৪১. হারাম ভক্ষণকারী ১৪১
৪২. হারাম ভক্ষণ করা হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা ১৪৪
৪৩. আত্মহত্যাকারী ১৪৬
৪৪. মিথ্যুক ১৪৮
৪৫. হালালাকারী ও হালালাকৃত ১৫৩
৪৬. পেশাব থেকে অসতর্ক ব্যক্তি ১৫৫
৪৭. খিয়ানতকারী ১৫৬
৪৮. ভাগ্য অস্বীকারকারী ১৫৮
৪৯. গোপন দোষ সন্ধানকারী ও গোপন কথা শ্রবণকারী ১৬৮
৫০. পরনিন্দাকারী ও চোগলখোর ১৭৪
৫১. হিংসুক ১৭৮
৫২. অভিশাপকারী ১৭৯
৫৩. অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ১৮১
৫৪. বিপদে বা কারো মৃত্যুতে মাথা ন্যাড়া করে ও বুকে আঘাত করে হায়! হায়! করে চিৎকারকারী ১৮৩

৫৫. সীমালঙ্ঘনকারী ১৮৬
৫৬. প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী ১৮৮
৫৭. যে মুসলিমকে কষ্ট দেয় ১৯১
৫৮. রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণালংকার পরিধানকারী ১৯৩
৫৯. নিজ পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে স্বীকারকারী ১৯৫
৬০. শরী'আত বিরোধী অছিয়তকারী ১৯৭
৬১. প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারী ১৯৮
৬২. সন্তান হত্যাকারী ১৯৯
৬৩. অপ্রয়োজনীয় কুকুর পালনকারী ২০১
৬৪. ছালাত পরিত্যাগকারী ২০৩
৬৫. ছালাতের জামা'আত ত্যাগকারী ২০৬
৬৬. জুমু'আর ছালাত পরিত্যাগকারী ২০৮
৬৭. যাকাত অনাদায়কারী ২১০
৬৮. বিনা কারণে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগকারী ২১২
৬৯. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ আদায় করে না ২১৪
৭০. আমলবিহীন আলিম এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনকারী ২১৬
৭১. এমন আলিম যারা বক্তব্য অনুযায়ী আমল করে না ২১৮
৭২. বিদ'আতকারী ২১৯
৭৩. শিরককারী ২২২
৭৪. বিপদ দূর করা অথবা রোগ মুক্তির আশায় কোন কিছু ব্যবহারকারী ২২৪
৭৫. ভবিষ্যৎ বার্তা প্রদানকারী বা ভাগ্য গণনাকারী ২২৭
৭৬. গাছ, পাথর, কোন স্থান, কোন পুরাতন নিদর্শন কিংবা কোন মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা শিরক ২২৮
৭৭. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শিরক ২৩০
৭৮. আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা ২৩১
৭৯. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া শিরক ২৩২
৮০. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া বা দু'আ করা শিরক ২৩৩
৮১. আদম সন্তানের মুশরিক হওয়ার অন্যতম কারণ ২৩৫
৮২. যে কোন ক্ববরের ইবাদত করা শিরক ২৩৭
৮৩. যাদু এবং যাদুর শ্রেণিভুক্ত বিষয় ২৩৯

৮৪. কুলক্ষণ বা অশুভ ফলগ্রহণ ২৪১
৮৫. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা শিরক ২৪৩
৮৬. ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে-
লোক দেখানো কর্ম ২৪৫
৮৭. কর্মের মাধ্যমে শুধু দুনিয়া উপার্জন করা শিরক ২৪৭
৮৮. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর মিথ্যারোপকারী বা জাল-যঈফ
হাদীছ বর্ণনাকারী ২৪৮
৮৯. অপচয়কারী ২৪৯
৯০. অনুগ্রহ প্রকাশকারী ২৫৩
৯১. সময় অপচয়কারী ২৫৫
৯২. হাদীছ অস্বীকারকারী ২৫৭
৯৩. আখেরাত বিমুখ ব্যক্তি ২৬১
৯৪. অন্যায়ের পথে আহ্বানকারী ২৬৩
৯৫. মন্দকাজে সহযোগিতাকারী ২৬৫
৯৬. পরীক্ষায় নকলকারী ২৬৬
৯৭. অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী ২৬৭
৯৮. ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টাকারী ২৬৮
৯৯. আমলের ক্ষেত্রে অলস ব্যক্তি ২৭০
১০০. অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ২৭২
১০১. ছাহাবীদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্যকারী ২৭৩
১০২. অবৈধ অসীলা গ্রহণকারী ২৭৫
১০৩. ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ বিশ্বাস লালনকারী ২৭৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

বক্তা ও শ্রোতার পরিচয় বইটি প্রকাশের পর থেকেই কোন কোন কাজের মাধ্যমে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তার বিস্তারিত আলোচনা সংকলন করার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। এই বিষয়ে পাঠকদের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বিশেষ করে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যখন বক্তব্য রাখি, তখনই এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হত। মনে হত উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য বইয়ের জন্য সাধারণ মানুষ যেন উন্মুখ হয়ে আছে। যার মাধ্যমে তারা ইহকালের ও পরকালের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু ব্যস্ততার দরুন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে বিলম্বে হলেও কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত নামে বইটি প্রকাশিত হল। ফাল্লিাহিল হাম্দ।

অবশ্য বাজারে এ সংক্রান্ত কিছু বই চালু থাকলেও অধিকাংশই ছহীহ হাদীছের সাথে সম্পর্কহীন। তাই এই বইয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বইটি রচনা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কোন মাযহাব বা বিদ্বানের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি। বরং নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বইটি প্রকাশে আমাকে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুযাফফর বিন মুহসিন। আরও যারা সহযোগিতা করেছে আমি তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। বইটি আমাদের সকলের জন্য পরকালীন পাথেয় হোক। পরিশেষে, বইটি পাঠে সাধারণ মুসলিমগণ সতর্ক হয়ে বড় পাপসমূহ ত্যাগ করলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত-
গ্রন্থকার

মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মুসলমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর, খিয়ানতকারী অবস্থায় মারা গেলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭১৫১; মিশকাত, হা/৩৬৮৬)*।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ».

মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'যার প্রতি আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, অতঃপর সে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে না, সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭১৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪২; মিশকাত, হা/৩৬৮৭)*।

عَن عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ».

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে অধীনস্ত জনগণের প্রতি অত্যাচার করে। সুতরাং সাবধান! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩০; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৪৫১১; মিশকাত, হা/৩৬৮৮)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ».

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! কোনো ব্যক্তি যদি আমার উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্বশীল হয়, তারপর সে অধীনস্ত লোকের প্রতি কঠোরতা করে, তুমিও তার উপর কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের দায়িত্বশীল হয়, তারপর সে তাদের উপর নরম আচরণ করে, তুমিও তার উপর নরম হও' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৬৬৬; মিশকাত, হা/৩৬৮৯)*।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ - قَالَ : أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে তিনি পবিত্রও করবেন না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দিকে তিনি তাকাবেন না)। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছে– ১. বৃদ্ধ যেনাকারী; ২. মিথ্যাবাদী শাসক; এবং ৩. অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০২৩২; মিশকাত, হা/৫১০৯)*।

৩৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক বা দায়িত্বশীলের মর্যাদা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ...».

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির লোক আল্লাহর বিশেষ ছায়ার নিচে থাকবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। তার এক শ্রেণির লোক ন্যায়পরায়ণ শাসক' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৩১; ইবনে মাজাহ, হা/২৩৯১; মিশকাত, হা/৭০১)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ».

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহর নিকটে নূরের মিম্বারসমূহে মহামহিম দয়াময় প্রভূর ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবে। তার উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিয়ান)। যারা তাদের শাসনকার্যে, তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৪৯২; মিশকাত, হা/৩৬৯০)*।

৩৫. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী

সমাজে অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা, লুটতরাজ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বড় কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য। একমাত্র মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে অনেক সময় নিরীহ নিরাপরাধ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

'যারা মুমিন তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না' (ফুরক্বান, ৭২)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

'তোমরা মিথ্যাকথন থেকে বেঁচে থাক' (হজ্জ, ৩০)।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না' (মুমিন, ২৮)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ».

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ দখল করলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন' *(ইবনে মাজাহ, হা/২৩২৩; ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৭৭; মিশকাত, হা/৩৭৫৯, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

১০৩. ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’ বিশ্বাস লালনকারী

দ্বীনদার, ধার্মিক মুসলিমকে সূক্ষ্মভাবে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করার জন্য অমুসলিমদের অতিসূক্ষ্ম কৌশল হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা। এর মাধ্যমে তারা ধর্মকে শুধু মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেন ধর্মের চর্চা না থাকে, এই লক্ষ্যে তারা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই মতবাদকে কোন মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে টার্গেট করে এবং সাময়িক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে, তাদের উদ্দেশ্যে তারা সফল হতে চায়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের একটি উল্লেখযোগ্য বাণী হচ্ছে ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’। অথচ এটা একটি জাহেলী মতবাদ, যে এই মতবাদকে গ্রহণ করবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে উভয়ই নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

‘আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ কীভাবে হেদায়াত করবেন সেই সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না। এরাই তারা যাদের প্রতিদান হলো, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং সকল মানুষের

লা'নত। তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি শিথিল হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এর পরে তওবা করেছে এবং নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আলে ইমরান, ৮৫-৮৯)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ».

আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা শোকে গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলিয়্যাতের ডাকে মানুষদের আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৮; নাসাঈ, হা/১৮৬০; মিশকাত, হা/১৭২)*।